শিশুকে সাবলীল পাঠক তৈরিতে করনীয়

শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে যেকোনো শিশুর ভিত্তিকে মজবুত করা না যায় তাহলে ঐ শিশুকে মানবসম্পদে রুপান্তর করা দূরুহ ব্যাপার। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় প্রতিবছর অসংখ্য শিশু বাংলা পড়তে না শিখেই পরবর্তী শ্রেণিতে উর্ত্তীণ হচ্ছে। এভাবে একসময় প্রাথমিক স্তরের সর্বোচ্চ ৫ম শ্রেণি পেরিয়ে গেলেও সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্লাসেই (শিখন-শেখানো কার্যাবলীতে) সকল শিশুর পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করানো সম্ভব হচ্ছে না।

অনেকে ভাবেন মুখস্থ করেই শিশু পরীক্ষার উপযোগী হলেই পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারলে তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। সেখান থেকেই শিশুর মেধা তথা বিকাশের প্রতি শুরু হলো প্রতিকুল পরিবেশের অবতারণা। যা শিশুর সাবলীল পাঠক হয়ে উঠার পথে প্রধান অন্তরায়।

প্রতি পাঠের নির্ধারিত শিখনফল নিশ্চিত না করিয়ে পরবর্তী পাঠে প্রবেশ শিশুকে অনেক যোগ্যতা থেকে ছিটকে দেয়, যার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো- সাবলীলভাবে পড়তে না পারা। সাবলীলভাবে পড়তে না পারলে ঐ শিশুকে দিয়ে অন্যান্য বিষয়ের শিখনফল অর্জন করানো কতটুকু সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং শিশুর প্রথম পাঠ থেকে প্রতিটি পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তারা শিক্ষকদের ক্লাসরুমের বাইরেও অনুকরণ করে থাকে। শিশুদের নিয়মিত পাঠক্রমের বাইরেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে শুদ্ধ বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, গল্প পড়া ও বলা, গান ইত্যাদি অনুশীলন করাতে হবে।

প্রতিদিন বাংলা বই থেকে হাতের লেখা লিখতে দিতে হবে এবং বাংলা পঠনের ওপর জোর দিতে হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন অন্তত উপস্থিত বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। শিশুরা যতক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থান করবে, ততক্ষণ তাদের একে অন্যের সাথে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলার চর্চা করাতে হবে।

জাতীয় বিশেষ দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যালয়গুলো নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে শিশুদের বাংলা বানান, রচনা, কবিতা লেখা, গল্প বলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক দেয়ালিকা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সাবলীলভাবে পঠনের যোগ্যতা বাড়াতে নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিনের সংবাদপত্র সংগ্রহ করতে হবে তা নয়। পুরাতন সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পড়ানো যেতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই রয়েছে বুক কর্নার। এই কর্ণারে শিশুদের উপযোগী অনেক বই রয়েছে। পাঠ্য বইয়ের বাহিরে বিভিন্ন গল্পের বই শিশুদেরকে পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে বই পড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

তবে এ বিষয়ে শিক্ষকদের থাকতে হবে ইতিবাচক মনমানসিকতা ও আন্তরিকতা। তার সঙ্গে একটু জায়গা থাকা দরকার, যেখানে আনন্দের আলো প্রবেশ করতে পারে। আর এই আনন্দের সাথে শিখেই শিশুরা রচনা করবে ভবিষ্যতের ভিত্তি। আমরা এগিয়ে যাবো ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ একটি স্বপ্নের বাংলাদেশের দিকে।

"পৃথিবীর ইতিহাস দেখ মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনো জাতি কখনো কি বড় হইতে পারিয়াছেন?’—কথাটি বলেছেন ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন।” বোঝাই যাচ্ছে ইংরেজি কিংবা অন্য ভাষার চেয়ে আমাদের মাতৃভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম বাহন মাতৃভাষা। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিশুদের বাংলায় পঠনদক্ষতা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারছে কি? বিশ্বব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে পারে না। ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা তার চেয়েও বেশি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও কেন আমাদের শিশুরা বাংলা সাবলীলভাবে পড়তে পারে না, প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সব শিশুকে সাবলীল পাঠক হিসেবে গড়ে তোলা। একটি নির্দিষ্ট পাঠ শুদ্ধ উচ্চারণ ও দাঁড়ি-কমা, যতিচিহ্ন ইত‍্যাদির যথাযথ ব‍্যবহার করে পড়ে যাওয়ার ব‍্যবস্থাকে পঠন বলা হয়। মাইকেল বেস্টেরের মতে, ‘পঠন হচ্ছে দৃশ‍্য ধ্বনি উৎপাদন অর্থোপলব্ধির মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া।’ শুধু কোনো পাঠ পড়ে গেলেই হয় না, তার অর্থ উপলব্ধি করতে না পারলে পঠনকার্য সফল হয় না। পঠনের সঙ্গে পাঠকের পর্যবেক্ষণ, চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা নিহিত থাকতে হবে। আর সাবলীল পঠন বলতে আমরা বুঝি শিশুর বয়স, সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তার শ্রেণির বাংলা বই ও শ্রেণি উপযোগী সম্পূরক পঠনসামগ্রী অর্থ বুঝে পড়তে পারা।

সাবলীল পঠনের শর্তগুলো হচ্ছে—বর্ণ, শব্দ ও বাক্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা, শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারা, স্বাভাবিক গতিতে পড়তে পারা, পঠিত বিষয়ের মর্ম বুঝতে পারা, বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে, স্বরাঘাত ও স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারা। অন্য কথায়, লিখিত কোনো কিছু কারও কোনো রকম সাহায্য ছাড়া অর্থ বুঝে, বিরামচিহ্ন ঠিক রেখে সাবলীলভাবে পড়তে পারার ক্ষমতাকে পঠনদক্ষতা বলা যেতে পারে। মানসম্মত পঠনদক্ষতা হলো প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি বয়সী শিশুদের প্রতি মিনিটে ৪৫ থেকে ৬০টি শব্দ পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা উন্নত করার জন্য তাদের পড়া বোঝা, সাবলীলতা, শব্দভান্ডার এবং সামগ্রিক সাক্ষরতা বাড়াতে কৌশল এবং কার্যকলাপের সমন্বয় জড়িত।

এই বয়সের শিক্ষার্থীদের আরও ভালো পাঠক হতে সাহায্য করার জন্য কিছু কার্যকর উপায় আলোচনা করছি—

একটি পাঠবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা: বিভিন্ন বয়স-উপযোগী বই এবং উপকরণ সরবরাহ করে পড়ার প্রতি ভালোবাসাকে উৎসাহিত করতে হবে।

ধ্বনিসচেতনতা এবং ডিকোডিং দক্ষতা: ধ্বনিসচেতনতা, বর্ণজ্ঞান ও শব্দ শনাক্তকরণ দক্ষতার ওপর ফোকাস করে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করতে হবে। বর্ণ-শব্দ সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে ধ্বনিসচেতনতা ভিত্তিক প্রোগ্রাম বা গেম ব্যবহার করতে হবে।

শব্দভান্ডার বিকাশ: পড়ার মাধ্যমে নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় করানো এবং তাদের অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করা। শিক্ষার্থীদের একটি শব্দভান্ডার জার্নাল রাখতে বা নতুন শব্দ ট্র্যাক এবং অন্বেষণ করতে ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে।

জোরে জোরে পড়া: সঠিক উচ্চারণ এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উচ্চ স্বরে পড়ার অভ্যাস গড়তে হবে। সাবলীলতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের জোরে জোরে পড়তে বলা উচিত।

বিভিন্ন পঠনসামগ্রী: কল্পকাহিনি, নন-ফিকশন, কবিতা এবং তথ্যমূলক পাঠ্যসহ বিস্তৃত পাঠসামগ্রী সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধারা অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা দরকার।

স্বাধীন পড়ার সময়: স্বাধীনভাবে পড়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের তাদের আগ্রহের বই বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদের অগ্রগতি ট্র্যাক করতে এবং পড়ার লক্ষ্য সেট করতে একটি পড়ার লগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

রিডিং পার্টনারশিপ এবং বুক ক্লাব: পঠন অংশীদারত্ব বা বই ক্লাব সংগঠিত করা, যেখানে শিক্ষার্থীরা বই নিয়ে আলোচনা করতে এবং তাদের চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে পারে। শিক্ষামূলক অ্যাপ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করা, যাতে ইন্টারেকটিভ পড়ার অনুশীলন এবং কুইজের মাধ্যমে করে তাদের জানার আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

নিয়মিত মূল্যায়ন: অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য নিয়মিত পড়ার মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে ফলাবর্তন প্রদান করা।

পড়ার চ্যালেঞ্জ এবং উদ্দীপনা: শিক্ষার্থীদের আরও পড়তে অনুপ্রাণিত করতে পড়ার চ্যালেঞ্জ বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। পড়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

মা-বাবার সম্পৃক্ততা: মা-বাবাকে তাদের সন্তানদের সঙ্গে বাড়িতে পড়তে উৎসাহিত করতে হবে এবং অভিভাবকদের সঙ্গে পড়ার বিভিন্ন কৌশল শেয়ার করতে হবে।

পড়া উদ্‌যাপন করা: স্বীকৃতি ও পুরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়া ও অর্জন উদ্‌যাপন করা, যেমন পড়া উৎসব উদ্‌যাপন।

মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক ছাত্র অনন্য এবং তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা এবং আগ্রহের জন্য আপনার পদ্ধতিগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ। পড়ার দক্ষতার উন্নতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং ধৈর্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি একটি ইতিবাচক ও সহায়ক পড়ার পরিবেশ তৈরি করায় অপরিহার্য।

লেখক

সৈয়দা আমাতুল্লাহ্ আরজু

সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার

কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।